বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্‌'র আদেশে সাড়া দিয়ে ইসলামী সংবিধান ও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করুন, যেভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা পবিত্র রমযানে রোযা পালন করছেন

দেশের শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে এদেশের সংবিধান এবং এর সংশোধন নিয়ে আবারও এক অর্থহীন বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। এ বিতর্কের একদিকে রয়েছে সরকার পক্ষ যারা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাবার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে; আর অন্যদিকে রয়েছে বিরোধী জোট যারা পঞ্চম সংশোধনী বহাল রাখার পক্ষে ওকালতি করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া কিংবা পঞ্চম সংশোধনী বহাল রাখার মধ্যে দেশ ও জনগণের আসলে কতটুকু কল্যাণ রয়েছে? বস্তুতঃ মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের স্বার্থরক্ষায় এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যেই তাদের এদেশীয় দালালদের হাতে ১৯৭২ সালের সংবিধান রচিত হয়েছিল। আর, পঞ্চম সংশোধনী হল এদেশের রাজনীতিকে পূণঃগঠন এবং এদেশে ক্রুসেডার আমেরিকার পদচিহ্নকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এদেশীয় দালালদের গৃহীত একটি পদক্ষেপ। সুতরাং, বর্তমানে চলমান এ বিতর্ক আসলে অর্থহীন, অন্তঃসারশূণ্য এবং জনগণের কল্যাণের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আসলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-বৃটিশ-ভারত এবং সরকারী ও বিরোধী জোটে অবস্থিত তাদের একনিষ্ঠ দালালরা এ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যেন এদেশের মানুষ আর কখনও ইসলামী ব্যবস্থা ও সংবিধান দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা করতে না পারে।

প্রকৃত সত্য হল, বাহাত্তরের সংবিধান এবং পঞ্চম সংশোধনী, এ দুটোই ইসলামের মূলভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ, উভয়েই মানুষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদানের মূলনীতির সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করেছে, যা কিনা শাসকগোষ্ঠীকে তার নিজের খেয়াল-খুশী এবং তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যেভাবে ইচ্ছা আইন তৈরীর সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছে। বস্তুতঃ ইসলাম মানুষকে এমন কোন সংবিধান গ্রহণ বা বাস্ত বায়ন করার অনুমোদন দেয় না যা মানুষকে আইন তৈরী করার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করে; সেটা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত বাহাত্তরের সংবিধানের মাধ্যমেই হোক কিংবা পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের শুরুতে সংযোজিত বিসমিল্লাহ্‌ এবং 'মহান আল্লাহ্‌তায়ালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' প্রকাশের মাধ্যমেই হোক। কারণ, পানশালায় কোন ব্যক্তির বিসমিল্লাহ্‌ উচ্চারণ না করে মদ পান করা কিংবা আল্লাহ্‌'র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে পানশালায় প্রবেশ করে বিসমিল্লাহ্‌ বলে মদ পান করার মধ্যে আসলে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দ্বারা আইন তৈরী করা আল্লাহ্‌'র সাথে অংশীদার স্থাপন করার সমতুল্য এবং ইসলামে এটি অমার্জনীয় অপরাধ; তা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমেই রচিত হোক কিংবা স্বৈরশাসক, একনায়ক অথবা রাজা-বাদশাহ্‌'র মাধ্যমেই রচিত হোক।

"শাসনকর্তৃত্ব তো শুধু আল্লাহ্‌'র জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর নির্দেশ এই যে, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না; এটাই হচ্ছে সঠিক ও সোজাসরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" **[সূরা ইউসুফ : ৪০]**

সুতরাং, ইসলামী আক্বীদাহ্‌ অর্থাৎ, *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'* কে মুসলিম উম্মাহ্‌'র সকল কাজের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাই, ইসলামী আক্বীদাহ্‌'ই হবে মুসলিম উম্মাহ্‌'র রাষ্ট্র এবং সংবিধানের মূলভিত্তি; এবং সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে উৎসারিত হতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'* ছাড়া অন্য কোন কিছুকে মুসলিম উম্মাহ্‌'র সংবিধান, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করাকে ঈমান না থাকার সমপর্যায়ভূক্ত হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পারস্পারিক বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা কর তা মেনে নিতে নিজেদের অন্তরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ না করে; এবং তার সম্মুখে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে।" **[সূরা নিসা : ৬৫]**

এবং, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর হাদিস থেকেও এটা সুস্পষ্ট যে মুসলিমদের রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলামী আক্বীদাহ্‌'র ভিত্তিতেই গঠিত হতে হবে এবং এ রাষ্ট্র হবে খিলাফত রাষ্ট্র। আবু হাযিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি আবু হুরাইরার সান্নিধ্যে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তিনি আমাকে রাসূল (সাঃ) এর এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,

"বণী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। বরং, শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন।' তখন তারা (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন আপনি আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দেন?' তিনি উত্তর দিলেন, **'তখন তোমরা একজনের পর আরেকজনের বাই'আত পূর্ণ করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। যে দায়িত্ব তাদের (খলীফাদের) উপর অর্পণ করা হয়েছিল সে ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন।"**

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে ইসলাম মুসলিমদের ইসলামী সংবিধান ও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে, ইসলামী সংবিধান কোন ফাঁকা শ্লোগান নয়, যেমন: 'পবিত্র কুরআনই হল আমাদের সংবিধান'; বরং, খিলাফত রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং কাঠামো কেমন

হবে ইসলাম স্পষ্টভাবে **তার** ব্যাখ্যা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান ও কাঠামো গঠনে প্রয়োজনীয় আইনী মূলনীতি, দিক-নির্দেশনা এবং বিধি-বিধানকে সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

হিযবুত তাহ্রীর, বাংলাদেশ, গত ০৫ রমজান, ১৪৩১ হিজরী (১৬ আগস্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে ইসলামী সংবিধানকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে ***হিযবুত তাহ্রীর*** প্রণীত *'ইসলামী রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান'* বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে, যার কিছু মৌলিক বিষয় নিম্নরূপঃ

১. ইসলামী আক্বীদাহ্'ই খিলাফত রাষ্ট্রের মূলভিত্তি রচনা করবে। এছাড়া, ইসলামী আক্বীদাহ্ রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন-কানুনেরও উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাষ্ট্রের সংবিধান কিংবা আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না যা ইসলামী আক্বীদাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তি হতে উৎসারিত; অথবা, এ বিষয়সমূহকে একমাত্র ইসলামী আক্বীদাহ্ হতেই উৎসারিত হতে হবে।

২. খিলাফত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী (ঔপনিবেশিক), কিংবা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়।

৩. খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না; অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী শরীয়াহ্ প্রদত্ত দায়-দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র কিংবা কোন ব্যক্তির, রাষ্ট্রের অমুসলিম কোন নাগরিককে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন প্রকার অনুমতি নেই।

৪. খিলাফত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিম্নরূপঃ

ক. *খলীফা*; খ. *মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ* (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী); গ. *মুওয়াউয়িন তানফিয* (নির্বাহী সহকারী); ঘ. গভর্ণরবৃন্দ (*উলাহ্*); ঙ. *আমির উল জিহাদ* (জিহাদের অধিনায়ক); চ. আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বিভাগ; ছ. পররাষ্ট্র বিভাগ; জ. শিল্পবিভাগ; ঝ. বিচার বিভাগ; ঞ. প্রশাসনিক বিভাগ (জনগণের বিষয়সমূহ সম্পর্কিত); ট. *বাইতুল মাল* (রাষ্ট্রীয় কোষাগার); ঠ. তথ্য বিভাগ (*ই'লাম*) দ. মাজলিস্ আল-উম্মাহ্ (*উম্মাহ'র প্রতিনিধি পরিষদ*)।

৫. খিলাফত রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্'র এবং মানুষের আইন তৈরীর কোন অধিকার নেই। কিন্তু, কর্তৃত্ব উম্মাহ্'র; অর্থাৎ, উম্মাহ্ খলীফা নির্বাচন করার সকল অধিকার সংরক্ষণ করবে; এবং খলীফা নিয়োগের পদ্ধতি হবে বাই'আত। এছাড়া, খলীফা উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। *মাজলিস্ আল-উম্মাহ্* এবং *কাজী আল মাহ্কামাতুল মাজালিম* (বিচারক, যিনি জনগণ ও শাসকদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করেন) খলীফাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে। এছাড়া, উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোও খলীফাকে জবাবদিহি করবে।

৬. খিলাফত রাষ্ট্র সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য একক (unitary) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। মুসলিমদের জন্য সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র একজন খলীফা থাকা বাধ্যতামূলক। খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত কোন সংঘ বা কনফেডারেশন নয়, যারা কিনা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং নিজ নিজ দেশের শাসকদের দ্বারা শাসিত। বরং, খিলাফত রাষ্ট্র উম্মাহ্'র মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান ভঙ্গুর ও দুর্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে অপসারিত করে এগুলোকে খিলাফত রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্বের নীচে ঐক্যবদ্ধ করবে।

৭. খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার বিলাসিতার সুযোগ প্রদানের ভিত্তিতে রচিত। এ লক্ষ্য অর্জনে, খিলাফত রাষ্ট্র সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে; কাগুজে মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে; উম্মাহ্'র সম্পদকে (গণমালিকানাধীন সম্পদ) গুটি কয়েক ব্যক্তি ও বিদেশীদের কবল থেকে উদ্ধার; ও আই.এম.এফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের স্বার্থরক্ষাকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিরতরে মুসলিম ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করবে; এবং সেইসাথে, ভারী শিল্প গড়ে তোলাকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতির দ্রুত শিল্পায়ন করবে।

৮. খিলাফত রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হবে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে এ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বাণীকে পৌঁছে দেয়া। মূলতঃ এটিই খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হল, খিলাফত রাষ্ট্র এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী জাতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়েই তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে। এছাড়া, এ রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সেনাবাহিনী গঠন করবে; বিদেশী দখলদারিত্বের হাত থেকে মুসলিমদের প্রতিটি ভূখন্ডকে মুক্ত করবে; মুসলিমদের আভ্যন্তরীন বিষয়সমূহে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের হস্ত ক্ষেপ প্রতিহত করবে; দখলদার ও কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরাষ্ট্রগুলোর সাথে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে; এবং তাদের সাথে কৃত সকল প্রকার চুক্তি, সমঝোতা ও যৌথ সামরিক মহড়ার চিরতরে সমাপ্তি ঘটাবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ সহ খসড়া সংবিধানে উল্লিখিত সকল ধারা কুরআন ও সুন্নাহ্'র সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে উৎসারিত। এ সম্পর্কিত শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণসমূহ ***হিযবুত তাহ্রীর*** প্রণীত 'মুকাদ্দিমাত উল-দুস্তুর' (সংবিধানের উপর প্রাথমিক আলোচনা, Introduction to the Constitution) গ্রন্থে বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইন্শা'আল্লাহ্, দল কর্তৃক প্রণীত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত অন্যান্য বইয়ের সাথে সাথে এ বইটিও বাংলা ভাষায় খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ***হিযবুত তাহ্রীর*** অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো নয়। বরং, আল্লাহ্'র সাহায্য এবং মুসলিম উম্মাহ্ ও উম্মাহ্'র মধ্যস্থিত ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমর্থনে যেদিন খিলাফত পূণঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন থেকেই এ দল পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

হে মুসলিমগণ!

পবিত্র ও বরকতময় রমযান মাসে, আমরা আপনাদের, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশে সাড়া দিয়ে ইসলামী সংবিধান ও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছি, ঠিক যেভাবে তাঁর

ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা রোযা পালন করছেন। আপনারা সরকার পক্ষ কিংবা বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করবেন না। তারা "জনগণ কর্তৃক, জনগণের জন্য এবং জনগণ দ্বারা শাসন"-এ *শয়তানী ও কুফর কালিমাকে* আপনাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কুফর ও শয়তানী এ কালিমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই দুর্বল ও ভঙ্গুর হবে এবং তাঁবেদার ও দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী, অন্তহীন দুর্নীতি ও অপরাধ, অসহনীয় লোডশেডিং, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দারিদ্রতা এবং উচ্চশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর মতো বিষাক্ত ও ভয়াবহ ফল বহন করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"কুবাক্যের (শয়তানী কালিমা) তুলনা হল এক মন্দ বৃক্ষ; যার শেকড় ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।" **[সূরা ইব্রাহিম : ২৬]**

অপরদিকে, ইসলামী সংবিধান কালিমা তাইয়্যেবা, *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কালিমা তাইয়্যেবা'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত রাষ্ট্র ছিল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং এর কল্যাণে মুসলিম উম্মাহ্ দীর্ঘ ১৩০০ বছর যাবত ন্যায়পরায়ণ শাসক, একতা, প্রগতিশীলতা, ও আভ্যন্তরীন উন্নতি; এবং সেইসাথে, বিশ্বের দরবারে সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মতো অসংখ্য সুস্বাদু ফল উপভোগ করেছে।

"তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের (কালিমা তাইয়্যেবা) তুলনা হল উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত; যা প্রত্যেক মৌসুমে ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যেন তারা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।" **[সূরা ইব্রাহিম : ২৪-২৫]**

হে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী এবং সংবিধান সংশোধনী কমিটির সদস্যবৃন্দ!

পবিত্র কুরআন নাযিলের এই মাসে, আমরা আপনাদের স্বঘোষিত সংসদীয় আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট সমর্পন করার আহ্বান জানাচ্ছি, যে সংসদকে কিনা স্বয়ং স্পিকারও 'মাছের বাজার' বলে অভিহিত করেছেন; এবং যার উৎকট দুর্গন্ধে জনগণের জীবন শ্বাস রুদ্ধকর হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাদের কুফর ও মুশরিক রাষ্ট্র আমেরিকা, ব্রিটেন কিংবা ভারতের সংবিধানের পরিবর্তে ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং এ সংবিধানকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। ফেরাউনের মতো নিজেদেরকে আল্লাহ্'র প্রতিপক্ষ হিসাবে স্থাপন করবেন না।

"ফেরাউন বলল: হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য (ইলাহ্) আছে বলে আমি জানি না।" **[সূরা কাসাস : ৩৮]**

এই পবিত্র মাসে আপনারা যখন রোযা পালন করছেন, তখন কি আপনারা ফেরাউনের মতো আচরণ করবেন যে নিজেকে প্রভু (ইলাহ্) বলে ঘোষণা দিয়েছিল, আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বাণীকে অস্বীকার করেছিল; এবং জনগণকে তার নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী প্রণীত, বাস্তবায়িত, সংশোধিত এবং বাতিলকৃত আইন-কানুনের মাধ্যমে শাসন করেছিল? আপনার সকলেই জানেন শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়াতে ফেরাউনকে কি ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল এবং এটাও জানেন যে, আখিরাতে তার জন্য কি ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। তারপরও কি আপনারা তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে পরকালে জাহান্নামের ইন্ধন হতে চান?

হে বুদ্ধিজীবী, কলাম লেখক, প্রচার মাধ্যম এবং সচেতন ব্যক্তিবর্গ!

রোযা পালন করার প্রকৃত অর্থ শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকা নয়; এর অর্থ একই সাথে মিথ্যা বলা কিংবা মিথ্যা প্রচারণা থেকেও বিরত থাকা, তা লিখা কিংবা বলা যার মাধ্যমেই হোক না কেন। আপনারা সংবিধান সম্পর্কিত এ বিতর্কের অসাড়তা ও অন্তঃসারশূণ্যতা এবং এর প্রচারকারী ও বাস্তবায়নকারী শাসকবৃন্দের ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকবিহাল। তাই, আমরা আপনাদের বিভিন্ন রিপোর্ট, টক শো (talk show), লেখনী এবং বক্তব্যের মাধ্যমে এ সত্য প্রকাশ করার আহবান জানাচ্ছি। আপনারা সরকার পক্ষ কিংবা বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং ভ্রান্ত প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন। নেককাজের প্রতিদান বৃদ্ধির এ মাসে, আমরা আপনাদের ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেইসাথে, এ সংবিধানকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেবার মতো সৎকাজে আপনাদের নিজ নিজ অবস্থানকে ব্যবহার করে এ নেককাজের প্রতিদান বৃদ্ধি করার আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা *পবিত্র কুরআনে বলেন,*

"কথায় তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি আর কে, যে মানুষকে আল্লাহ্'র দিকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে: আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত।" **[সূরা হা-মীম সাজদাহ্ : ৩৩]**

হে সম্মানিত উলামাবৃন্দ!

রমযান হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের মাস এবং তাকওয়ার মূল উৎস হচ্ছে জ্ঞান, যা কিনা আপনাদের অধিকারে রয়েছে। তাই, এ মাসেই আপনাদের তাকওয়াকে প্রকাশিত এবং জ্ঞানকে বিস্তৃত করার উৎকৃষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই মাস জুড়ে যে কোন মাসের তুলনায় হাজার হাজার মুসলিম আপনাদের বক্তব্য ও খুতবাহ্ শোনার আশায় গভীর আগ্রহ নিয়ে আপনাদের চারপাশে সমবেত হয়। সুতরাং, নবী-রাসূলের উত্তরসূরী হিসাবে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন এবং জনগণকে দ্বীন সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দিন। আপনারা যদি নীরবতা অবলম্বন করেন কিংবা নিরপেক্ষ থাকেন, কিংবা এই পক্ষ বা ঐ পক্ষ অবলম্বন করেন এই ভ্রান্তনীতির ভিত্তিতে যে, "দুই মন্দের মধ্যে কম মন্দ তুলনামূলকভাবে ভালো", তাহলে আপনারা সেইসব নবী-রাসূলদের শা'নের অবমাননা করবেন যারা আল্লাহ্'র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভ্রান্ত জনমত এবং ফেরাউন, নমরুদ, আবু জাহল এবং আবু লাহাবের মতো অত্যাচারী ও আল্লাহ্'র অবাধ্য শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। আপনারা আপনাদের অবস্থানকে পরিস্কার করুন এবং দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য প্রকাশ করুন। আপনারা ফেরাউন, নমরুদ, আবু জাহল এবং আবু লাহাবের পদচিহ্ন অনুসরণকারী এবং আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরী বিধান দিয়ে শাসনকারী শাসক ও রাজনীতিবিদদের চেহারা উম্মোচিত করুন। আপনারা মুসলিম উম্মাহ্'কে স্মরণ করিয়ে দিন যে, ইসলামী সংবিধানকে গ্রহণ করা এবং রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত অর্থে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র* উপর আনীত তাদের ঈমানের দাবি।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

মুসলিম সেনাবাহিনী, এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বীরোচিত ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে পবিত্র রমযান মাসে। প্রকৃতঅর্থে, ইসলামী

সংবিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত রাষ্ট্রের শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহ্'র এই ভয়ঙ্কর ক্রান্তিলগ্নে যখন উম্মাহ্ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ও তাদের দালালদের আগ্রাসন, দখলদারিত্ব এবং ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার, এ রকম এক দুঃসময়ে ***হিযবুত তাহ্রীর*** আপনাদের খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছে, যেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্মানিত উম্মত এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। আমরা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দুটো গুরুদায়িত্ব পালনে আপনারা শপথ নিয়েছেন। আপনাদের প্রথম শপথ আল্লাহ্'র সাথে; কারণ, মুসলিম হিসাবে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর নাযিলকৃত বিধান বাস্তবায়ন করতে আপনারা আল্লাহ্'র কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর, দ্বিতীয়তঃ আপনারা সৈনিক হিসাবে উম্মাহ্'র স্বার্থরক্ষা করতে শপথ নিয়েছেন, অমুক শাসক কিংবা তমুক শাসকের নয়। সুতরাং, আপনারা আপনাদের কৃত শপথ পূর্ণ করুন এবং কালিমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী, উম্মাহ্'র অধিকার হরণকারী এবং সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরাষ্ট্র মার্কিন-ব্রিটেন-ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী বর্তমান শাসকদের অপসারণ করতে ***হিযবুত তাহ্রীর***-কে আপনাদের *নুসরাহ্* (সমর্থন) প্রদান করুন। আপনারা সা'দ ইবন মুয়াজ'কে অনুসরণ করুন, যিনি মদীনার কুফর শাসন ব্যবস্থা অপসারণ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্'র রাসূলকে (সাঃ) নুসরাহ্ (সমর্থন) দিয়েছিলেন, যার প্রতিদান দিতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এতটুকু বিলম্ব করেননি। তাঁর দাফনের পর মদীনার জনগণ রাসূল (সাঃ) কে বলেছিলেনঃ "আমরা এর থেকে হালকা কোন মৃতদেহ কখনও বহন করিনি।" এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ **"আর কোন কিছুই তার মৃতদেহকে হালকা করেনি; এই কারণ ব্যতিত যে, জমিনে অবতীর্ণ অত এবং অত সংখ্যক ফেরেশতা তোমাদের সাথে তার দেহকে বহন করেছে, যারা এর পূর্বে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেনি।"** অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন যে, **সা'দ ইবন মুয়াজের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।**

"মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ্'র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে: তাদের কেউ কেউ দায়িত্ব পালন করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু, তারা তাদের (আল্লাহ্'র সাথে) কৃত অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।" **[সূরা আহযাব : ২৩]**

০৯ রমজান, ১৪৩১ হিজরী
২০ আগস্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্রীর
হিযবুত তাহ্রীর